ISSN 2072-3334
Development Compilation
Vol. 06. No. 01. December 2011

ব্রিটিশ বিরোধী বিভিন্ন আন্দোলনে বাংলার নারী

ড. শাহনাজ পারভিন*

Abstract: Evolution of human civilization is the history of men-women combined revolution. Movement and revolution have been constituted to make human beings free from superstition, backwardness and slavery age after age. The women who participated in different movements keeping their lives in risk against social capture captivity and exploitation have a great role in bringing the rights or undivided India and their evaluation is the main feature of this paper.

ভূমিকা

যুগে যুগে মানুষ অন্ধকার-পশ্চাদপদতা-পরাধীনতা থেকে মুক্তির লক্ষ্যে গড়ে তোলে আন্দোলন, করে সংগ্রাম। সভ্যতা বিনির্মাণের একক কৃতিত্বের দাবিদার নয় পুরুষ কিংবা নারী। কিন্তু ইতিহাসে উপেক্ষিত হয়েছে নারীর এই অবদান।[১] ইতিহাস সকল সময়ই পুরুষ নির্ভর, পুরুষের ভূমিকাকে বড় করে দেখার প্রবণতা সকল সময় লক্ষ্য করা যায়। নারীর ত্যাগ, সাহস, বীরত্ব, সংগ্রামের কথা রয়েছে উহ্য। অধিকার আদায়ের সংগ্রামে অবতীর্ণ নারীদের কর্ম-ইতিহাস বস্তুত রয়েছে বিস্মৃত।[২] প্রচলিত ধারণা এই যে, বাঙালি নারী অবলা, অসহায় সকল অত্যাচার সে মুখ বুজে সহ্য করে। কিন্তু বাংলার ইতিহাস পর্যালোচনায় দেখা যায়, বাঙালি নারী প্রয়োজনে প্রতিবাদ মুখর হতে জানে। অস্ত্র হাতে যুদ্ধ করার ঐতিহ্য তার রয়েছে। অতীতের অনেক সংগ্রামে নারীর প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণের দৃষ্টান্ত রয়েছে। ইতিহাস পর্যালোচনায় আমরা লক্ষ্য করি যে, ব্রিটিশ শাসনামলে[৩] অধিকার আদায়, সামাজিক অবরোধ, মুক্তি ও শোষণের বিরুদ্ধে জীবন বাজি রেখে লড়েন নারীরা। তারা কারাবরণ করেন, প্রাণ বিসর্জন দেন, পুরুষের ছদ্মবেশে যুদ্ধ করেন, দুর্জন প্রতিরোধের ঘাঁটি তৈরি করে চারদিক আন্দোলিত, আলোড়িত করেন অসীম সাহসে।[৪]

আমাদের জন্য যে সকল নারী আলোর পথ উন্মুক্ত করে পথ চলার একটি দিক নির্দেশনা দেন-তাঁরা হলেন আমাদের মা-বোন। অধিকার আদায় ও মর্যাদার লড়াইয়ে অসম সাহসী যোদ্ধা এসব পূর্বসুরী যারা আমাদের শিকড়-তার সন্ধানে আমাদের অতীত রোমন্থন প্রয়োজন।[৫] ব্রিটিশ শাসনামলের বিভিন্ন আন্দোলনে যে সকল নারী অংশগ্রহণ করেন তাদের ভূমিকা-অংশগ্রহণের প্রকৃতি কী ছিল? কী ধরনের প্রতিবন্ধকতার মুখোমুখি তাদের হতে হয়?

* সহযোগী অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, নিউ গভ. ডিগ্রী কলেজ, রাজশাহী।

কী কৌশল তারা গ্রহণ করেন? কী ধরনের অত্যাচার তারা সহ্য করেন? কিভাবে নারী সমাজকে সংগঠিত করে একক সংগঠনের পতাকা তলে এনে দাঁড় করান তার মূল্যায়নই বর্তমান প্রবন্ধের মূল লক্ষ্য।

বর্তমান প্রবন্ধে মূলত প্রাথমিক (Primary) ও অন্যান্য (Secondary) উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। গবেষণা ক্ষেত্রে ব্যবহৃত উলেণ্টখযোগ্য পত্রগুলোর মধ্যে রয়েছে- সংবাদপত্র ও প্রকাশিত গ্রন্থাবলী।

ব্রিটিশ আমলে পরাধীনতার শৃঙ্খল মুক্তির লক্ষ্যে অগণিত দেশপ্রেমিক সূর্য সন্তানেরা ব্রিটিশদের হাত থেকে দেশকে মুক্ত করতে আত্মাহুতি দেয়। এরূপ ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের প্রতিটি ক্ষেত্রে পুরুষের পাশাপাশি নারীর ভূমিকাও ছিল গৌরবোজ্জ্বল।[৬]

ইংরেজ রাজত্বের প্রথম দিকে ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানির অন্যায় রাজস্ব সংগ্রহের বিরুদ্ধে জনসাধারণের ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশস্বরূপ যে আন্দোলন হয় সে আন্দোলনের একজন ফকির-সন্ন্যাসী নেত্রী হলেন রংপুরের দেবী চৌধুরাণী।[৭] পরবর্তীতে দ্বিতীয় চুয়ার বিদ্রোহে কর্ণগড়ের রাণী শিরোমনিকে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে দেখা যায়। মেদিনীপুরের নগর চন্দ্রকোনা থেকে শুরু করে বাকুড়া, ধলভূম, ঘাটশিলা পর্যন্ত ইংরেজ শাসনকে মূলত চুয়ার বিদ্রোহীরা দু' দশকের জন্য বিলুপ্ত করে দেয়। এ বিদ্রোহে গ্রামের গরীব মেয়েদের অসাধারণ ভূমিকার বর্ণনা দিতে গিয়ে বাকুড়ার ইংরেজ জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ১৭৮৪ সালে একটি চিঠিতে লেখেন যে, বন্দুকধারী সৈন্যরা গ্রামে ঢোকার আগেই চুয়ার বিদ্রোহীরা গ্রাম থেকে চলে গিয়ে জঙ্গলে, পাহাড়ে আত্মগোপন করতেন। আর রাতের অন্ধকারে গ্রামের মেয়েরা ইংরেজ সৈন্যদের দৃষ্টিকে এড়িয়ে লুকিয়ে থাকা বিদ্রোহীদের কাছে খবর পৌঁছে দিতেন। কোথায় ইংরেজ ফৌজ আছে, কোন পথ দিয়ে তারা পরদিন যাবে, ইত্যাদি তাদের জানিয়ে দিতেন, যাতে করে বিদ্রোহীদের পক্ষে ইংরেজ সৈন্যদের আচমকা আক্রমণ করে বিপর্যস্ত করা সম্ভব হয়। তিনি আরও লেখেন, এদের প্রখর বুদ্ধিদীপ্ত বিদ্রোহী মুখগুলো ঘোমটার আড়ালে লুকিয়ে থাকে। শত অত্যাচারে এদের মুখ থেকে বিদ্রোহীদের গোপন আস্তানার কোনও খোঁজ খবরই পাওয়া যেত না।[৮]

১৭৯৯ সালে চুয়ার বিদ্রোহের নেতা গোবর্ধন সর্দারের প্রধান সহায়ক রাণী শিরোমনিকে গ্রেফতার করে মেদিনীপুর জেলে রাখা হয় এবং তিনি ১৮১২ সালে মৃত্যুবরণ করেন।[৯]

ওয়াহাবী আন্দোলনে তিতুমীরের মা (আয়েশা বেগম) অংশগ্রহণ করে মেয়েদের আরবী ফার্সীতে শিক্ষিত করে আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণে উদ্বুদ্ধ করেন। এনায়েত খাঁ ও বেলায়েত খাঁ পরিবারের সকল নারীরাই নীল বিদ্রোহের সংগ্রামে অবতীর্ণ হন। ফরাজী নেতা দুদু মিঞা মৃত্যুবরণ করলে তাঁর মা (শরীয়তুলণ্টাহর স্ত্রী) মেয়েদের সংগঠিত করে বিদ্রোহীদের আশ্রয় দেয়া, অস্ত্র-শস্ত্র সংগ্রহ করা, আহতদের সেবা-শুশ্রূষা করা প্রভৃতি কাজে উৎসাহিত করেন। হাজী শরীয়তুলণ্টাহর যখন যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয় তখন তাঁর মা কোর্টে এই বলে বিবৃতি দেন যে, "আমার ছেলে ন্যায্য কারণেই সংগ্রাম করেছে, আমি তার জন্য গর্বিত।"[১০] এই বিবৃতি থেকে নিঃসন্দেহে বলা যায় হাজী শরীয়তুলণ্টাহর মাও একজন বিদ্রোহী নেত্রী ছিলেন।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষে নারী সচেতনতা বৃদ্ধি পায়। স্বর্ণকুমারী দেবী (১৮৮৫-১৯৩২) মহিলাদের মধ্যে স্বদেশী ও আত্মনির্ভরশীলতা প্রচারের চেষ্টা করেন। তিনি বাংলাদেশ থিয়সফিক্যাল সোসাইটির মহিলা শাখার সভানেত্রী ছিলেন।[১১] এই সোসাইটির মহিলা শাখা উঠে গেলে তিনি সেসব মহিলা সভ্যদের নিয়ে ১৮৮৬ সালে 'সখি সমিতি' সংগঠন করেন। এ সমিতি মহিলাদের লেখাপড়া শিখতে এবং স্বাবলম্বী হতে শিক্ষা দিত।[১২] তিনিই প্রথম ভারতীয় নারী যিনি 'ভারতী' নামক পত্রিকা সম্পাদনা করেন এবং তিনি এই পত্রিকা ও 'সখি সমিতি'র সহায়তায় দেশাত্ববোধের প্রেরণা দিতেন।[১৩] হিরন্ময়ী দেবী (স্বর্ণকুমারীর বড় মেয়ে) ১৯০৬ সালে 'সখি সমিতি'র নাম বদলে 'বিধবা শিল্পাশ্রম' প্রতিষ্ঠা করেন এবং যা ১৯৩১ সালের পরেও চালু ছিল।[১৪]

ভারতের বড়লাট লর্ড কার্জনের নির্দেশে ১৫ অক্টোবর ১৯০৫ সালে বঙ্গদেশ দ্বিখন্ডিত হলে বাংলাদেশ জুড়ে এবং বাংলার বাইরে যে স্বদেশীয় আন্দোলনের অভূতপূর্ব সাড়া পড়ে, তাতে বঙ্গনারীর কৃতিত্ব আদৌ কম ছিল না। স্বদেশী আন্দোলনের সূচনাতেই নারী সমাজ এই আন্দোলনে বিশেষভাবে রসদ জোগাতে থাকে। এ সময় তারা নিজ নিজ গৃহে, মহলণ্ডায় বা পলণ্ডীতে সমবেত হয়ে স্বদেশী দ্রব্য প্রচলনের সংকল্প গ্রহণ ও বিলাতী দ্রব্য বর্জনের প্রতিজ্ঞায়ও আবদ্ধ হন। এ ব্যাপারে কুমুদিনী মিত্রের (কলকাতার কৃষ্ণকুমার মিত্রের কন্যা) কার্যকলাপ ও ত্যাগ স্মরণযোগ্য। এ সময় তিনি সভা সমিতিতে যোগদান করে, জাতীয় সঙ্গীতাদি রচনা করে জনসাধারণকে জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ করতে সচেষ্ট হন। লীলাবতী মিত্র (কুমুদিনীর মাতা), নির্মলা সরকার (ডা. নীলরতন সরকারের স্ত্রী), সুবলা আচার্য (ডা. প্রাণকৃষ্ণ আচার্যের স্ত্রী), হেমাঙ্গিনী দাস (ডা. সুন্দরী মোহন দাসের স্ত্রী) নিজ নিজ গৃহে এবং পলণ্ডীতে পলণ্ডীতে তাঁত ও চরখা প্রবর্তনে তৎপর হন এবং স্বদেশী আন্দোলনকে সার্থক করার যথাসাধ্য চেষ্টা করেন।[১৫]

২৪ জুলাই ১৯০৭ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত (বিবেকানন্দের কনিষ্ট ভ্রাতা) 'যুগান্ড্র' পত্রিকায় বিপণ্ডববাদ প্রচারের অভিযোগে দন্ডিত হলে বাঙালি নারী সমাজও এই কারাদন্ডের প্রতিবাদে প্রতিবাদমুখর হয়ে ওঠে। লীলাবতী মিত্রের পরিচালনায় কলকাতার ৬১নং হ্যারিসন রোডে (ডা. নীলরতন সরকারের বাড়ী) প্রায় দু'শত মহিলা প্রতিবাদ সভায় মিলিত হয়ে ভূপেন্দ্রনাথ দত্তকে ও তার মাতা ভুবনেশ্বরী দেবীকে অভিনন্দিত করেন। এবং উক্ত সভায় নির্মলা সরকার (স্যার নীলরতন সরকারের স্ত্রী) সুবালা আচার্য (ডা. প্রাণকৃষ্ণ আচার্যের পত্নী) স্বর্ণপ্রভা বসু (আনন্দমোহন বসুর পত্নী) প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।[১৬] এ সময় বরিশালের কিছু সংখ্যক মহিলা তাদের সঞ্চয় 'Swadesh Bandhab Samiti' তে দান করে।[১৭]

ব্রাহ্মনেতা কৃষ্ণকুমার মিত্র, পত্নী লীলাবতী এবং তাদের কন্যা কুমুদিনী মিত্র বিপণ্ডব পন্থায় বিশ্বাসী ছিলেন এবং পরবর্তীতে তারা কৃষ্ণকুমার মিত্রের দীপান্ড্রের আদেশের বিরুদ্ধেও প্রতিবাদ করেন। সরোজিনী দেবীও (সতীশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের বিধবা ভগিনী) বরিশালে বৈপণ্ডবিক জাতীয়তাবাদ প্রচারে অংশ নেন। একইভাবে বিনোদিনী দেবী (যুগান্ড্র দলের যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের দিদি) ও তার ভাইকে এবং রাধারাণী দেবী ('অনুশীলন দলের' জীবনতারা হালদারের মা) তার ছেলেকে নৈতিক সমর্থন জানাতেন।[১৮] বেশ কয়েকজন ভারতীয় স্বদেশির মুক্তির জন্য বিপণ্ডব সংগঠিত করার নিমিত্তে আন্ড্র্জাতিক বিপণ্ডবীদের কাছ থেকে তত্ত্বগত প্রশিক্ষণ নেয়ার লক্ষ্যে বিদেশে গমন করেন। তাদের মধ্যে বাংলাদেশের সিরাজগঞ্জের আম্বিয়া খান লুহানীর নাম স্ববিশেষ উলেণ্ডখযোগ্য।[১৯]

১৯০৮-১৯০৯ সাল থেকে নারী সমাজ জাতীয় বিপণ্ডবী আন্দোলনে বিপণ্ডবীদের গৃহে আশ্রয়দান, অস্ত্র লুকিয়ে রাখা বা যথাস্থানে পৌঁছে দেয়া, পুলিশকে বিভ্রান্ড় করা বা বিপণ্ডবীদের পলায়নের ব্যবস্থা করার মত গুরুত্বপূর্ণ কাজে প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করে গৌরবময় ভূমিকা পালনে সক্ষম হয়। এসব কাজে যারা সক্রিয় ভূমিকা রাখেন তাদের মধ্যে বগলা সুন্দরী দেবী 'অনুশীলন দলের' প্রতুল গাঙ্গুলীর মা (সুত্রাপুর, ঢাকা), ব্রহ্মময়ী সেন (বিক্রমপুর, ঢাকা), চিন্ময়ী সেন (বিক্রমপুর, ঢাকা), সৌদামিনী দেবী (ফরিদপুর) এবং প্রিয়বালা দাসগুপ্ত ও মৃনালিনী দাসগুপ্ত (বরিশাল) প্রমুখের নাম উলেণ্ডখযোগ্য।[২০]

হাওড়া জেলার বালীর ননীবালা দেবী (সূর্যকান্ড় ব্যানার্জীর কন্যা) বিপণ্ডবী ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়ে বিপণ্ডবী অমরেন্দ্রনাথ চট্রোপাধ্যায়, রামচন্দ্র মজুমদার প্রমুখ নেতাদের আশ্রয় দেন এবং রামচন্দ্র মজুমদারের স্ত্রী সেজে জেলে প্রবেশ করে অস্ত্র সংক্রান্ড় তথ্য এনে বিপণ্ডবীদের দেন এবং তিনি যে রামচন্দ্র মজুমদারের স্ত্রী নন, পরবর্তীতে পুলিশ তা জানতে পেরে অসুস্থ অবস্থায় পেশোয়ার থেকে ননীবালা দেবীকে গ্রেফতার করে কাশ্মীর জেলে এবং ১৯১৮ সালের ৩নং রেগুলেশন অনুযায়ী স্টেটপ্রিজনার করে কলকাতা প্রেসিডেন্সি জেলে রেখে দেয়। তিনিই ছিলেন বাংলাদেশের একমাত্র মহিলা স্টেট প্রিজনার।[২১]

রাওলাট বিল ও জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকান্ডের প্রত্যুত্তরে এবং খিলাফত আন্দোলনের দ্বারা সমৃদ্ধ হয়ে গান্ধীজী আনুষ্ঠানিকভাবে ১৯২০ সালে যে অসহযোগ আন্দোলনের সূচনা করেন[২২] সে গণআন্দোলনে নারীর অংশগ্রহণ ছিল খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। রাজা রামমোহন রায় ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর নারীর শৃঙ্খলা মোচনের সূচনা করেন মাত্র কিন্তু পরে গান্ধীজীর দীক্ষায় জাতির কল্যাণকর যে কোন কাজে পুরুষের সঙ্গে বাঙালি নারীসমাজ দায়িত্ব নিয়ে একসাথে চলতে প্রেরণা লাভ করে।[২৩] গান্ধীজীর এই অসহযোগ আন্দোলনের ডাকে ব্যাপক সাড়া দিয়ে সত্যাগ্রহ, জেলে ঢোকার মত রাজনৈতিক কাজ ছাড়াও বিদেশী শাড়ি-চুড়ি বর্জণ, গায়ের গহনা খুলে দিয়ে চরকা কেটে আন্দোলনকারীদের প্রতি সহমর্মিতা জানান মেয়েরা।[২৪] ঢাকায় আশালতা সেন, লীলা রায় এবং কলকাতায় মোহিনী দেবী, বাসন্ড়ী দেবী (দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের স্ত্রী), আন্দোলনের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হন।[২৫] এছাড়া আরও যারা অসহযোগ আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় ছিলেন তারা হলেন- উর্মিলাদেবী (দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের বোন),[২৬] হেমপ্রভা মজুমদার, সুনীতি দেবী, নেলী সেনগুপ্তা, জ্যোতির্ময়ী গাঙ্গুলী, সরলাগুপ্ত, দৌলতুন্নেসা[২৭] সরোজিনী নাইডু, রাধা দেবী (লালা লাজপৎ রায়ের স্ত্রী),[২৮] রেনুকা রায় (Diocesam কলেজের ছাত্রী)[২৯], Jaishri Raizee, Hensa Mehta, Perin Captain, Joshilaer captain, Lilavati Munshi, and Daveand Mahtre Sister,[৩০] সরলাবালাদেব (সিলেট), প্রভা চট্রোপাধ্যায় (বালুর ঘাট, দিনাজপুর), সরযুবালা সেন (ভোলা), ইন্দুমতি গুহঠাকুরতা (বরিশাল), সুশীলা মিত্র (নোয়াখালী), স্নেহশীলা চৌধুরী (খুলনা), সুরমা মুখোপাধ্যায় (বর্ধমান), বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী (সিরাজগঞ্জ), উষা গুহ (ময়মনসিংহ), প্রফুলণ্ডকুমারী বসু (বরিশাল),[৩১] মনোরমা বসু, চারুশীলা রায়[৩২] প্রমুখ মহিলা অসহযোগ আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে ব্যাপক নারী সমাজকে সংগঠিত ও সচেতন করার লক্ষ্যে প্রত্যেকেই নিজ নিজ অঞ্চলে 'নারী মঙ্গল' সমিতি প্রতিষ্ঠা করে বা পূর্ব

প্রতিষ্ঠিত নারী সংগঠনকে সক্রিয় করে গ্রামে গ্রামে পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে মহিলাদের মধ্যে স্বদেশী আন্দোলনের প্রচার কার্য চালাতেন।[৩৩]

১৯২৮ সালে বিপণ্ঢবী দলগুলো সাইমন কমিশন বিরোধী আন্দোলনে সক্রিয় হয়ে উঠলে স্বদেশ প্রেমে উদ্বুদ্ধ ছাত্রীরাও উক্ত সাইমন কমিশনের বির"দ্ধে বহিষ্কারের ভীতি সত্ত্বেও বেথুন কলেজের সামনে পিকেটিং করে এবং সাইমন কমিশনকে কেন্দ্র করে যে ব্যাপক হরতাল হয় তাতে বেথুন কলেজের ছাত্রীগণ যোগদান করলে উক্ত কলেজের অধ্যক্ষ জি.এম. রাইট ছাত্রীদের সঙ্গে যে দুর্ব্যবহার করে তাতে ছাত্রীরা প্রচ" বিক্ষোভ ও আন্দোলনে ফেটে পড়ে। এর ফলে অধ্যক্ষ রাইট ভারতবর্ষ ত্যাগ করতে বাধ্য হন। এ সময় থেকে রাজনৈতিক আন্দোলনে ছাত্রীদের ব্যাপকভাবে অংশগ্রহণ লক্ষ্য করা যায়।[৩৪] বিপণ্ঢবী দলের কাজে আকৃষ্ট হয়ে আগ্রহী ছাত্রীরা নানা গুপ্ত সংগঠনের কাজে নিযুক্ত হন এবং সশস্ত্র বিপণ্ঢব সংগঠনেও তারা অংশ নেন। শান্ড়ি, সুনীতি, বীনা দাস বা উজ্জ্বলা মজুমদারের মত বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতি ছাত্রীরা অত্যাচারী গভর্নর, জেলা শাসক, পুলিশ কমিশনারদের হত্যার প্রচেষ্টা চালান। প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার ও কল্পনা দত্ত (যোশী) চট্টগ্রাম অস্ত্রগার লুণ্ঠনে প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করেন। কমলা দাসগুপ্ত, বনলতা সেন, জ্যোতিকনা দত্ত, পার"ল মুখার্জী, উষা মুখার্জী, সাবিত্রী দেবী, লীলা নাগ, ইন্দুমতী সিংহ প্রমুখ জীবনের ঝুঁকি নিয়ে বিপণ্ঢবী দলের সন্ত্রাসবাদী কর্মকা" জড়িত হন।[৩৫]

১৯৩০-৩২ সালের আইন অমান্য আন্দোলনে দৌলতুন্নেসা (গাইবান্ধা) দেশনেত্রী মহামায়া ভট্টাচার্যের (গাইবান্ধা) সংস্পর্শে এসে স্বদেশী আন্দোলনে যুক্ত হন[৩৬] এবং ১৯৩২ সালের আইন অমান্য আন্দোলনের সময় তিনিও অন্যান্য কয়েকজন মিলে 'গাইবান্ধা মহিলা সমিতি' গঠন করে শোভাযাত্রা, পিকেটিং, ১৪৪ ধারা অমান্য ও প্রচারকার্যে লিপ্ত থাকা অবস্থায়, পুলিশ তাকেসহ মহামায়া ও প্রতিভা সরকারকে গ্রেফতার করে রাজশাহী, প্রেসিডেন্সি ও বহরমপুর জেলে বন্দী রাখে। এ সময় দৌলতুন্নেসার আত্মীয়া ও সমবয়সী জিয়াউন্নাহার, রকিবা খাতুন, সামসুন নাহার, রোকেয়া খাতুন এ আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ করেন।[৩৭]

রাজিয়া খাতুন, হালিমা খাতুন (ময়মনসিংহ),[৩৮] সামছুন নেছা বেগম (ঢাকার গোলাম জ্বিলানীর মা), রওশন আরা বেগম (ঢাকার গোলাম জ্বিলানীর স্ত্রী), রাইসা বানু বেগম (আসফ আলী বেগের স্ত্রী), বদর"ন নেছা বেগম (ঢাকার আকতার উদ্দিন হোসেন চৌধুরীর স্ত্রী), ফুল বাহার বিবি (ঢাকা বিক্রমপুরের তমিজুদ্দীনের ভগ্নি) প্রমুখ সত্যাগ্রহী ও কংগ্রেস নেতাকর্মীদের অনুপ্রেরণায় আইন অমান্য আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ করেন এবং আন্দোলনের দায়ে ফুলবাহার বিবিকে ৬ মাসের সশ্রম কারাদ" দ"িত করে প্রথমে ঢাকা ও পরে বহরমপুর জেলে রাখা হয়।[৩৯]

১৯৩০ সালে লবণ সত্যাগ্রহের সময় লীলা নাগ ঢাকায় মহিলাদের নিয়ে 'ঢাকা মহিলা সত্যাগ্রহ সমিতি' গঠন করেন।[৪০] ঢাকা শহর ও জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে সভা সমিতিতে প্রকাশ্যে লবণ তৈরি করে লবণ আইন ভঙ্গ করে, গান্ধীজীর ডান্ডি অভিযান ও তার পটভূমি সংক্রান্ড় তথ্যাবলী নিয়ে ৮০টি বিভিন্ন ছবি ও মহাত্মাজীর বানী এবং চিঠির অনুলিপির পাইড তৈরি করে ম্যাজিক ল্যান্টার্ন এর মাধ্যমে মহিলাগণ ঢাকা জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে সত্যাগ্রহের বাণী প্রচার ও সত্যাগ্রহে যোগদানে উৎসাহিত করেন। এই ম্যাজিক ল্যান্টার্ন পরিচালনায়

যেসব মহিলা কর্মীগণ অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন তারা হলেন, রেনু সেন, বীনা রায়, শকুন্ড়লা চৌধুরী প্রমুখ।[৪১]

২২ মার্চ ১৯৩০ আশালতা সেন ও সরমা গুপ্তা কর্তৃক তাদের সহকর্মীদের নিয়ে ঢাকায় 'সত্যাগ্রহী সেবিকাদল' ঢাকায় সংগঠন করে আইন অমান্য আন্দোলন ও লবন আইন অমান্য আন্দোলন পরিচালনার দায়ে সরযুবালা গুপ্তা, সুনীতি বসু, কামিনী বসু, প্রতিভা সেন প্রমুখ গ্রেফতার ও কারাদ" দ"িত হন।[৪২]

১৯৩১ সালের পর 'অনুশীলন' ও 'যুগান্ড়র' এই দু'টি বিপণ্ঢবী দলে স্কুল কলেজের ছাত্রীরা যোগ দেয় এবং সন্ত্রাসী কার্যক্রমে নিজেদের জড়িয়ে ফেলে।[৪৩] দলের নেতাদের সিদ্ধান্ড় অনুযায়ী শ্রীমতি শান্ড়ি ঘোষ (কুমিলণ্ঢা বালিকা বিদ্যালয়ের নবম শ্রেণীর ছাত্রী) এবং শ্রীমতি সুনীতির (চতুর্দশবর্ষীয়া) ওপর কুমিলণ্ঢার জেলা ম্যাজিস্ট্রেট স্টিভেন্সকে (ব্রিটিশ সরকারকে চরম আঘাত হানার লক্ষ্য) হত্যার দায়িত্ব অর্পিত হলে একটা দরখাস্ড় দিয়ে সাক্ষাৎ করার অজুহাতে ১৪ ডিসেম্বর ১৯৩১ ম্যাজিস্ট্রেটের বাংলোতে গিয়ে তাকে গুলি করে হত্যা করার পর দু'জনই গ্রেফতার হন। কলকাতার স্পেশাল ট্রাইবুনালের বিচারে তারা অল্প বয়স্কা হওয়ায় যাবজ্জীবন কারাদ" দ"িত হয়।[৪৪]

কুমিলণ্ঢার ঘটনার পর মাত্র দু'মাসের মধ্যেই কলকাতার মহিলাদের দ্বারা বিপণ্ঢবী কার্য সংঘটিত হয়। ৬ ফেব্র"য়ারি ১৯৩২ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে চ্যান্সেলররূপে উপবিষ্ট হলে বি.এ উপাধিধারিণী বীনা দাস উপাধি বিতরণ কালে স্টানলি জ্যাকসনকে লক্ষ্য করে গুলি ছুড়লে অল্পের জন্য লক্ষ্য ভ্রষ্ট হয়ে তিনি প্রাণে বেঁচে যান। তৎক্ষণাৎ বীনা দাসকে গ্রেপ্তার করে সরাসরি বিচারে নয় বছর সশ্রম কারাদ" দ"িত করা হয়।[৪৫] এই ঘটনার পর থেকে বিপণ্ঢবী কার্যে লিপ্ত সন্দেহে বহু মহিলাকে বিনা বিচারে বন্দী করে রাখা হয় এবং কেহ কেহ বিপণ্ঢবী কার্য করতে গিয়েও ধরা পড়ে দ"িত হন। এদের মধ্যে যারা ছিলেন তারা হলেন-কমলা চট্টোপাধ্যায়, শোভারাণী দত্ত, উজ্জ্বলা দেবী, পার"ল মুখোপাধ্যায়, বিমলা প্রতিভা দেবী, মায়া দেবী, জ্যোতিকনা দাস, বনলতা দাস, রেনুকা সেন, প্রফুলণ্ঢ ব্রহ্ম, শান্ড়ি সুধা ঘোষ প্রমুখ।[৪৬]

১৪ জানুয়ারি ১৯৩২ তেইশ বছরের তর"ণী প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার ইংরেজ বাহিনীর বন্দুক বাজির মধ্যেও সূর্যসেনের জীবন রক্ষা করে ও নিরাপদ আশ্রয়ে নিয়ে আসার ক্ষেত্রে এক সাহসী ভূমিকা পালন করেন।[৪৭] ২৪ সেপ্টেম্বর ১৯৩২ তিনি আরও ছয়জন সহকর্মীকে নিয়ে চট্টগ্রাম ইউরোপীয়ান ক্লাবে সফল আক্রমন চালিয়ে মারাত্মকভাবে আহত হয়ে পুলিশের হাতে ধরা না পড়ার জন্য পটাশিয়াম সায়ানাইড খেয়ে আত্মহত্যা করেন এবং তার সহকর্মীরা অক্ষত দেহে মাস্টারদা সূর্যসেনের কাছে ফিরলেও সফলকাম প্রীতিলতা আত্মবলিদান করে মৃত্যুঞ্জয়ী হন।[৪৮]

প্রীতিলতার মৃত্যুর পর তার সাথী কল্পনা দত্ত ১৯৩৩ সালে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন মামলার দায়ে বন্দী হন[৪৯] এবং সশস্ত্র বিপণ্ঢবী দলের সদস্যা উজ্জ্বলা মজুমদার ৮ মে ১৯৩৪ সালের বাংলার তদানীন্ড়ন গভর্নর জেনারেল স্যার আন্ডারসনকে লেবং রেসকোর্সে গুলি করে হত্যা করার এবং আগ্নেয়াস্ত্র রাখার অভিযোগে তাকে যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদ" দ"িত করা হয়।[৫০]

সাবিত্রী দেবী (চট্টগ্রামের নবীন চক্রবর্তীর বিধবা পত্নী) বিপণ্ঢবী বীর সূর্যসেন ও তার সহকর্মীবৃন্দকে আশ্রয় দেবার জন্য তাকে ৪ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড দণ্ডিত করা হয়। মুক্তি পাবার পরও সাবিত্রী দেবী পুলিশের হাত থেকে রেহাই পাননি, অনেক কষ্ট ও নির্যাতন তাঁকে ভোগ করতে হয়। মাষ্টারদার প্রতি অটুট শ্রদ্ধাই তার মনোবলের একমাত্র পাথেয়।[৫১]

ইন্দুমতী সিংহ (চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের অন্যতম বিপণ্ঢবী নেতা অনন্ড় সিংহের ভগ্নী) অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের ধৃত বিপণ্ঢবীদের মামলা পরিচালনার জন্য অর্থ সংগ্রহ করার নিমিত্তে বাংলাদেশ এমন কি ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে পরিভ্রমন করে অর্থ সংগ্রহ করেন। পুলিশের প্রধান ঘাঁটি কলকাতার লালবাজারে গিয়েও এই দুঃসাহসী নারী পুলিশের হৃদয়ে প্রেরণা সঞ্চার করে তাদের নিকট থেকে অর্থ সংগ্রহ করে এবং ১৯৩১ সালের ডিসেম্বরে অর্থ সংগ্রহের জন্য কুমিলণ্ঢায় গেলে পুলিশ তাকে গ্রেফতার করে।[৫২]

বিপণ্ঢবী দলের সমর্থক চন্দ্রবাণী দেবী (ধীরেন চক্রবর্তীর দিদি) এবং রাজলক্ষ্মী দেবী (ধীরেন চক্রবতীর বৌদি) মহান বিপণ্ঢবী বিনোদ দত্তকে আশ্রয় দেয়ার অপরাধে দু'জনকে দু'বছরের জন্য সশ্রম কারাদণ্ড দণ্ডিত করা হয়।[৫৩]

'ভারত ছাড়ো' প্রস্ড়াবের পর পরিস্থিতির প্রয়োজনেই বাংলার রাজনীতিতে যে সকল নারী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন তারা হলেন অরুণা আসফ আলী যিনি ৯ আগষ্ট ১৯৪২ তাঁর স্বামী (আসফ আলী বিখ্যাত আইনজীবী ও কংগ্রেস নেতা) ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক গ্রেফতারের পর পরই 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনে যোগদান করে পুলিশের নজর এড়িয়ে সারাদেশ পরিভ্রমণ করে উদ্দীপনাময় সুদৃঢ় বক্তব্য উপস্থাপন করে ব্রিটিশ বিরোধী মনোভাব জাগিয়ে তুলতে সচেষ্ট হলে সরকারের কুনজরে পড়েন এবং গ্রেফতার এড়ানোর জন্য ১৯৪৫ সালের শেষার্ধ পর্যন্ড় গোপন আশ্রয়ে আত্মগোপন করে থাকেন।[৫৪]

কমলা দাস গুপ্ত গান্ধীজীর 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনে যোগ দান করে যশোর, খুলনা, বরিশালসহ বিভিন্ন জেলার প্রত্যন্ড় অঞ্চল ঘুরে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করতে গিয়ে গ্রেফতার হয়ে ১৯৪২-৪৫ সাল পর্যন্ড় জেলে বন্দী থাকেন।[৫৫] আশালতা সেন আন্দোলন পরিচালনায় একপর্যায়ে ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক গ্রেফতার হয়ে ১৯৪৩ সালে ৮ মাসের জন্য কারাদণ্ড দণ্ডিত হন।[৫৬] হেমপ্রভা মজুমদার প্রমুখ নারী ১৯৪২ সালে শেষ জাতীয় আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে গ্রেফতার হন।[৫৭]

ব্রিটিশ আমলে বাংলার কৃষক আন্দোলনে গ্রামীণ নারী সমাজ সক্রিয় অংশ গ্রহণ করে আন্দোলন পরিচালনায়, প্রতিরোধ সংগ্রামে, শত্রুর মোকাবেলায় অসীম সাহসিকতা ও দৃঢ়তার পরিচয় দেন।

বিশ শতকের ত্রিশের দশক থেকে চলিণ্ঢশের দশকের মধ্যে পশ্চিম ও পূর্ব বাংলার বিভিন্ন জেলায় যে টংক, নানকার ও তেভাগা আন্দোলন শুরু হয় সেসব আন্দোলন একদিকে যেমন জমিদার জোতদারদের শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ সংগ্রাম ছিল তেমনি অন্যদিকে ছিল ব্রিটিশ রাজের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা সংগ্রামের একটি বিশেষ পদক্ষেপ।[৫৮]

পুলিশী নির্যাতন, গ্রেফতার ও জমিদার জোতদারদের সন্ত্রাসী অত্যাচারে কৃষক সমাজ যখন নিষ্পেষিত, জর্জরিত ঠিক তখনই কৃষক নারীরা পুরুষের পাশাপাশি কৃষক সংগঠন গড়ে তুলে এর তীব্র প্রতিবাদ জানায়।[৫৯] এজন্য তারা নিজস্ব প্রতিরোধ বাহিনী (ঝাঁটা ও বারুণ নিয়ে গঠিত স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী, দা ও ছাম গাইন নিয়ে গঠিত স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী) গড়ে তোলা ছাড়াও আন্দোলনকে জোরদার করার নিমিত্তে সব সময় পুরুষের পাশাপাশি থেকে সাহস জুগিয়ে কাঁসার ঘণ্টা ও শাঁখা বাজিয়ে কৃষকদের শত্রুর আগমনের সংবাদ দিয়ে, বিভিন্ন কৃষক সভায় স্বতঃস্ফূর্তভাবে যোগদান করে। সর্বোপরি সকল বাধা অতিক্রম করে অসীম সাহসের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংগ্রামে লিপ্ত হয়ে অকাতরে জীবনদান করে কৃষক বিদ্রোহের ইতিহাসকে মহীয়ান করে তুলেছে।[৬০]

এ আন্দোলনে যে সকল নারী নেতৃত্ব প্রদান করে বীরত্বের উজ্জ্বল স্বাক্ষর রাখেন তাঁরা হলেন- রাসমনি (ময়মনসিংহের হাজং টংক বিদ্রোহের নারী নেত্রী; তিনি একটি নিজস্ব প্রতিরোধ বাহিনী গড়ে তোলেন)[৬১], দীপশ্বরী সিং (তেভাগা আন্দোলন, ঠাকুরগাঁ), রোহিনী, জয়মনি (লাঠিধারী নারী বাহিনীর দু'জন নেত্রী, দিনাজপুর,)[৬২] ভাণ্ডারী (রাজবংশী নারী নেত্রী, দিনাজপুর), যশোদা রাণী সরকার (দিনাজপুর), কৌশল্যা কামরাণী (দিনাজপুর), সুরমা সিং (দিনাজপুর)[৬৩] মা (কৃষক বিদ্রোহী কর্মী বাবুরির মা- রংপুর), বুড়িমা পূণ্যেশ্বরী (রাজবংশী বিধবা নারী, সুন্দর দীঘি, জলপাইগুড়ি), কল্যাণী দাশ গুপ্ত (মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির নেত্রী), শিখা নন্দী তিলক তারিনী দেবী (তেভাগা আন্দোলন-পঞ্চগড়),[৬৪] সরলাবালা পাল (নড়াইল, যশোর), বিমলা মাজি (মেদিনীপর), অহল্যা, উত্তমী, সরোজিনী, বাতাসী (চন্দন পিড়ি, সুন্দরবন)[৬৫] ইলা মিত্র (নাচোল, চাপাই নবাবগঞ্জ)[৬৬], দীপ্তিরায়চৌধুরী, বিজলী প্রভা গোস্বামী, শচীরাণী দেবী, রেবা রায় চৌধুরী, মহাশ্বেতা দেবী, বেগম কায়ুম, লক্ষ্মী বর্মণ, দয়াময়ী বর্মণী, অন্নাপূর্ণা দেবী, মাধবী রায়, খরকী বর্মণী, রাজবালা বর্মণী, মোহিনী বর্মণী, নিরোদা বর্মণী, রাণী মুখার্জী প্রমুখ উলেণ্ঢখযোগ্য।[৬৭]

সুতরাং যুগে যুগে নারীরা অধিকার-পশ্চাৎপদতা ও পরাধীনতা থেকে মুক্তির লক্ষ্যে গড়ে তোলে আন্দোলন ও সংগ্রাম। ব্রিটিশ শাসনামলে পরাধীনতার শৃঙ্খল মুক্তির লক্ষ্যে শত শত দেশপ্রেমিক সূর্য সন্তানরা ব্রিটিশদের হাত থেকে দেশকে মুক্ত করতে আত্মাহুতি দেয়। এরূপ ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের প্রতিটি ক্ষেত্রে পুরুষের পাশাপাশি নারীর ভূমিকাও ছিল সক্রিয়। এর মাধ্যমে নারীর ব্রিটিশ বিরোধী বিভিন্ন ভূমিকার ইতিহাস মহীয়ান হয়ে উঠেছে।

তথ্যনির্দেশ ও টিকা

১ সেলিনা হোসেন, অজয় দাশ গুপ্ত ও রোকেয়া কবীর (সম্পাদিত), সংগ্রামী নারী যুগে যুগে (১ম খণ্ড), বাংলাদেশ নারী প্রগতি সংঘ, ঢাকা, ১৯৯৯, পৃ. প্রাককথন।
২ ড. নিবেদিতা দাশ পুরকায়স্থ, মুক্তি মঞ্চে নারী, প্রিন্স ট্রাস্ট, ঢাকা, ১৯৯৭, পৃ. ৯।
৩ ড. শাহনাজ পারভিন, বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে নারীর অবদান, অপ্রকাশিত পিএইচ. ডি. থিসিস, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী, ১৯৯৯, পৃ. ১০।
৪ ড. নিবেদিতা দাশ পুরকায়স্থ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯।
৫ ঐ, পৃ. ৯-১০।

[৬] মোঃ রহুল আমিন, বাংলাদেশে সংসদীয় ব্যবস্থার কার্যকারিতা: একটি সমীক্ষা, অপ্রকাশিত এম.ফিল. থিসিস, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী, ১৯৯৬, পৃ. ১৮; স.ম. বাবর আলী, *স্বাধীনতার দূর্জয় অভিযান*, ডরোথিরানা প্রকাশনী, রাজশাহী, ১৯৯১, পৃ. ৯; Richard Symonds, *The Making of Pakistan*, Allies Book corporation, Karachi, 1966, P. 142; Sir Jadunath Sarkar, *History of Bengal (1200-1757)*, The University of Dhaka, Dhaka, 1972, pp. 481-499; কোকা আন্ড্রোনোভা, গ্রিগোরি বোন্‌গার্দ-লেভিন, গ্রিগোরি কতোভস্কি, *ভারতবর্ষের ইতিহাস*, বাংলা অনুবাদ প্রগতি প্রকাশনা, মস্কো, ১৯৮২, পৃ. ৪৩৫-৪৪২।

[৭] মেহরাব আলী, *দিনাজপুরের রাজনৈতিক আন্দোলনের ইতিহাস*, নওরোজ সাহিত্য মজলিস, দিনাজপুর, ১৯৬৫, পৃ. ৩৫-৪৩; অদিতি ফাল্গুনী, *বাংলার নারী সংগ্রামী*, স্টেপস টুয়ার্ডস ডেভেলপমেন্ট, ঢাকা, ১৯৯৭, পৃ. ২২।

[৮] ঐ, পৃ. ২১-২২।

[৯] ঐ, পৃ. ২২।

[১০] ঐ।

[১১] কমলা দাশ গুপ্ত, *স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলার নারী*, জয়শ্রী প্রকাশন, কলকাতা, ১৩৭০, পৃ. ২৯।

[১২] H ; B.R. Nanda, *Indian Women from Purdah to Mordernity*, Vikas Publishing House Pvt. Ltd., New Delhi, 1975, pp. 16-18.

[১৩] 'কমলা দাশ গুপ্ত, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২০; B.R. Nanda, *ibid.,* PP. 16-18।

[১৪] মালেকা বেগম, *বাংলার নারী আন্দোলন*, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা, ১৯৮৯, পৃ. ৬৫।

[১৫] শ্রী যোগেশ চন্দ্র বাগল, *জাতীয় আন্দোলনে বঙ্গনারী*, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, কলকাতা, ১৩৬১, পৃ. ৭।

[১৬] গৌতম চট্টোপাধ্যায়, *ইতিহাস অনুসন্ধান-৪*, কেপি বাগচী অ্যান্ড কোম্পানী, কলকাতা, ১৯৮৯, পৃ. ৩২৮।

[১৭] B.R. Nanda, *op.cit*., P. 18.

[১৮] গৌতম চট্টোপাধ্যায়, *প্রাগুক্ত*; মার্চ ১৯০৬ আত্নোন্নতি সমিতির কর্মী, বারীন্দ্র, ভূপেন্দ্র, অবিনাশ প্রমুখের চেষ্টায় বৈপ্লবিক স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় 'যুগান্ড্র' পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এ সময় হতেই সাধারণ লোকেরা যুগান্ড্র পত্রিকার পরিচালক ও কর্মীদের 'যুগান্ড্র দল' নামে অভিহিত করতে থাকে। 'যুগান্ড্র' পত্রিকার জ্বালাময়ী বক্তব্য প্রচারের ফলে বাংলার যুব সম্প্রদায়ের একটি বৃহৎ অংশ যুগান্ড্র দলের দিকে আকৃষ্ট হতে থাকে।

[১৯] মালেকা বেগম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৯।

[২০] গৌতম চট্টোপাধ্যায়, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩২৮।

[২১] কমলা দাশ গুপ্ত, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৬-৪০; চিন্ময় চৌধুরী, *স্বাধীনতা আন্দোলনে সশস্ত্র বিপ্লবী নারী*, দেজ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৯৯৮, পৃ. ১৩৪-১৩৬।

[২২] অদিতি ফাল্গুনী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৮; Nemai Sadhan Bose, *The Indian Movement: an outline,* D.N. Basa at Ananda Press & Publication Pvt., Calcutta, 1974, PP. 78-79.

[২৩] কমলা দাশ গুপ্ত, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২১।

[২৪] অদিতি ফাল্গুনী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৮।

[২৫] আশালতা সেন ১৯২৪ সালে মহিলাদের মধ্যে দেশাত্ববোধ জাগ্রত করার জন্য এবং গান্ধীজীর বাণী প্রচার করার উদ্দেশ্যে সরমাগুপ্তা ও সরযুবালা গুপ্তার সহযোগিতায় 'গেরিয়া মহিলা সমিতি' সংগঠন করেন; কমলা দাশ গুপ্ত, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০১; লীলা রায় ১৯২৬ সালে ঢাকায় 'দীপালী ছাত্রী সংঘ' নামে একটি ছাত্রীদের প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। ছাত্রী সংঘের সভ্যাদের মধ্যে ছিলেন রেনুকা সেন, প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার, শকুন্তলা রায়, বীণাপানি রায়, উষারাণী রায় প্রমুখ; কৃষ্ণকলি বিশ্বাস, *স্বাধীনতা সংগ্রামের মঞ্চে ভারতের নারী*, ফার্মা কে এল এস প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ১৯৮৭, পৃ. ২১৮; গৌতম চট্টোপাধ্যায় (সম্পাদিত), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৩১; শ্রীযুক্তা মোহিনী দেবী বার্ধক্যে যুবসুলভ উৎসাহ নিয়ে অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করে নগ্নপদে বাড়ি বাড়ি গিয়ে খদ্দর বিক্রয়, সভা সমিতিতে গমন, বক্তৃতা দান এমনকি মফস্বলে গিয়ে স্বরাজের বার্তা প্রচার করতে থাকেন; শ্রী যোগেশ চন্দ্র বাগল, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২২; বাসন্ড়ী দেবী ৭ ডিসেম্বর ১৯২১ বড় বাজারে সভা করে আইন ভঙ্গের আহবান জানাতে গেলে সে সভাস্থল

থেকে তাকে পুলিশ গ্রেফতার করলে তাৎক্ষণিক ভাবে তার কারাদন্ডের প্রতিবাদে হাজার হাজার জনতা প্রতিবাদ আন্দোলন করে এবং নারী জাতির মধ্যে এক বিরাট জাগরণের সাড়া পড়ে যায়। শুধু তাই নয় দলে দলে মহিলা ও যুবকেরা অসহযোগ আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ে কারাবরণ করতে থাকে; B.R. Nanda, *op.cit*., p. 21; মালেকা বেগম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯৫।

[২৬] উর্মিলা দেবী দেশ বন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের অনুপ্রেরণায় নারী কর্মমন্দির প্রতিষ্ঠা করে আইন অমান্য করে সভা সমিতি করার উদ্যোগ গ্রহণ করেন; শ্রী যোগেশচন্দ্র বাগল, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২১।

[২৭] ইংরেজ মহিলা নেলী গ্রে চট্টগ্রামের যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তের সঙ্গে বিয়ে হওয়ার পর স্বামীর প্রেরণায় অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিয়ে আন্দোলনের অর্থ তহবিলে দু'টি সোনার চুড়ি দান করেন এবং কারাবরণও করেন; শ্রী যোগেশচন্দ্র বাগল, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২২; মালেকা বেগম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯৬।

[২৮] বঙ্গকন্যা সরোজিনী নাইডু ১৯২১ সালে বিলাত থেকে ফিরে এসে অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেন। ১৯২১ সালেই আহমদাবাদ কংগ্রেসে দেশবন্ধুর অনুপস্থিতিতে তাঁর সভাপতির অভিভাষণ সরোজিনী নাইডুই পাঠ করেন; শ্রী যোগেশ চন্দ্র বাগল, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৫; B.R. Nanda, *op.cit*., p. 22.

[২৯] B.R. Nanda, *op.cit*., p. 2.

[৩০] Jawaharlal Nehru, *Women of India*, Publications Division, Ministry of Information and Broadcasting Government of India, India, 1958, p. 24.

[৩১] মালেকা বেগম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০০-১০১।

[৩২] হীরালাল দাশগুপ্ত, *স্বাধীনতা সংগ্রামে বরিশাল*, সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ১৯৯৭, পৃ. ১৫৭।

[৩৩] মালেকা বেগম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০০-১০১।

[৩৪] অদিতি ফাল্গুনী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৯; ড. মোহাম্মদ হান্নান, *বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস*, স্টুডেন্ট ওয়েজ, ঢাকা, ১৯৯২, পৃ. ৩৪-৩৫; শ্রী যোগেশ চন্দ্র বাগল, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৮।

[৩৫] অদিতি ফাল্গুনী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৯।

[৩৬] এম আব্দুর রহমান, ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে মুসলিম বীরাঙ্গনা' উদ্ধৃত, মালেকা বেগম, *বাংলার নারী আন্দোলন*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০৫।

[৩৭] কমলা দাশ গুপ্ত, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২০৫-২০৬।

[৩৮] ঐ, পৃ. ২৭০-২৭১; মালেকা বেগম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০৫।

[৩৯] কমল দাস গুপ্ত, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৭০-২৭১।

[৪০] ঐ, পৃ. ৮৩; কৃষ্ণকলি বিশ্বাস, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২১৯।

[৪১] কমলা দাশ গুপ্ত, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮৪।

[৪২] কৃষ্ণকলি বিশ্বাস, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৬; কমলা দাশ গুপ্ত, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০২।

[৪৩] শ্রী যোগেশ চন্দ্র বাগল, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৬।

[৪৪] কমলা দাশ গুপ্ত, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১৮; চিন্ময় চৌধুরী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১২; শ্রী যোগেশ চন্দ্র বাগল, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৭।

[৪৫] Nemai Sadhan Bose, *op.cit*., p. 107; B.R. Nanda, *op.cit.,* p. 32; শ্রী যোগেশ চন্দ্র বাগল, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৭।

[৪৬] শ্রী যোগেশ চন্দ্র বাগল, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৮।

[৪৭] অদিতি ফাল্গুনী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫১।

[৪৮] Nemai Sadhan Bose, *op.cit*., p. 107; *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২৫ জুলাই, ১৯৭২; কমলা দাশ গুপ্ত, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩২।

[৪৯] মালেকা বেগম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১২।

[৫০] চিন্ময় চৌধুরী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮২-৮৭।

[৫১] কমলা দাশ গুপ্ত, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪৮-১৪৯; চিন্ময় চৌধুরী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১৭।

[৫২] কমলা দাশ গুপ্ত, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৫০।

[৫৩] চিন্ময় চৌধুরী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২১।

[৫৪] Maulana Abul Kalam Azad, *India Wins Freedom,* Orient Long Man Ltd., Madras, 1988, p. 124; কৃষ্ণকলি বিশ্বাস, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭।

[৫৫] কমলা দাশ গুপ্ত, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮৬; কৃষ্ণকলি বিশ্বাস, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৯।
[৫৬] ঐ, পৃ. ৪১; কমলা দাশগুপ্ত, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০৭।
[৫৭] কৃষ্ণকলি বিশ্বাস, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৮৭।
[৫৮] মালেকা বেগম, *বাংলার নারী আন্দোলন*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১৫।
[৫৯] রেনু চক্রবর্তী, *ভারতীয় নারী আন্দোলনে কমিউনিষ্ট মেয়েরা (১৯৪০-১৯৫০)*, মনীষা গ্রন্থালয়, কলকাতা, ১৯৮০, পৃ. ৭০।
[৬০] *সংবাদ*, নভেম্বর, ১৯৯৬; মালেকা বেগম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১৮-১১৯; পিটার কাষ্টার্স, *তেভাগা অভ্যুত্থানে নারী গ্রামীণ গরীব নারী ও বিপণ্ঢবী নেতৃত্ব (১৯৪৬-৪৭)*, অনুবাদ কৃষ্ণা নিয়োগী, গণসাহিত্য প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯২, পৃ. ১১৯; অদিতি ফাল্গুনী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৩।
[৬১] ঐ, পৃ. ৬৭; পিটার কাস্টার্স, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩৯।
[৬২] অদিতি ফাল্গুনী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬২।
[৬৩] পিটার কাস্টার্স, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১৯; অদিতি ফাল্গুনী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬২-৬৩।
[৬৪] মালেকা বেগম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২২; অদিতি ফাল্গুনী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৩-৬৪।
[৬৫] সত্যেন সেন, *গ্রাম বাংলার পথে পথে*, কালিকলম প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৭০, পৃ. ১৪৭; মালেকা বেগম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২২; মনি সিংহ, *জীবন ও সংগ্রাম*, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯১, পৃ. ৮৩-৮৪; পিটার কাস্টার্স, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪৭-১৫১; অদিতি ফাল্গুনী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৬-৬৭।
[৬৬] নূহ-উল আলম লেনিন (সম্পাদিত), *তেভাগা সংগ্রাম ৪০তম বর্ষ পূর্তি স্মারক গ্রন্থ*, বাংলাদেশ কৃষক সমিতি কেন্দ্রীয় কমিটি, ঢাকা, ১৯৮৮, পৃ. ৭০-৭১।
[৬৭] শ্রী ধনঞ্জয় রায়, *রংপুরের আধিয়ার বিদ্রোহ ও তেভাগা আন্দোলন*, রত্না প্রকাশন, কলকাতা, ১৯৮৬, পৃ. ১২৬-১২৭।